# প্রসূতি সহায়তা সংক্রান্ত আইন, ১৯৬১

## (সর্বশেষ সংশোধন, ১৯৯৫)

প্রকৃতিগত কারণেই মহিলাদের মা হতে হয়। আধুনিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মহিলাদের বহির্জগতে নানা ধরণের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। প্রসূতি মায়েদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়। এই ধারণায় ১৯৬১ সালে প্রসূতি সহায়তা সংক্রান্ত আইনটি পাশ হয়। আইনটি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে সংশোধিত।

### এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

- এই আইনটি কেন্দ্রীয় আইন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারী ও সরকারী নয় এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য। সারা ভারতবর্ষেই এই আইন চালু আছে। প্রধানত কেন্দ্রীয় উদ্যোগে খনির ক্ষেত্রে ও অন্যান্য এমন ধরণের প্রতিষ্ঠান যেখনে ঘোড়ায় চড়া, দৈহিক কসরত ও অন্যান্য প্রদর্শনমূলক খেলা, ব্যায়াম, বা কৌশল দেখানো হয় -- সেসব কর্মক্ষেত্রে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য।

### কোন্ কোন্ জায়গা এই আইনের আওতায় আসবে ঃ

কোন রাজ্যের প্রত্যেকটি কারখানা, খনি, চা বাগিচা ও অন্যবিধ বাগিচার ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে সরকারী এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য। তাছাড়া কোন রাজ্যের প্রতিটি দোকান বা ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় পড়ে -- এক্ষেত্রে-- যেখানে দশ বা তার বেশি লোক বারো মাস বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, সেইসব জায়গা এই আইনের আওতায় পড়বে।

### মাতৃত্বকালীন মহিলা কর্মীর মালিকের দায়িত্ব ঃ

- কোন মালিক বা মালিক পক্ষ, কোন মহিলার সন্তান প্রসবের পরের ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাকে কাজে বহাল করতে পারবেন না।
- কোনও গর্ভবতী মহিলাকে প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহ আগের সময়কালের মধ্যে কোন মালিক বা মালিক পক্ষ এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করতে পারবেন না, যেখানে তাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে বা তার গর্ভের সন্তান/ভ্রূণের কোন ক্ষতি হতে পারে বা তার গর্ভস্রাব ঘটাতে পারে বা সামগ্রিকভাবে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

- প্রতি মহিলাকে তার দৈনিক মজুরির হারে মালিক বা মালিক পক্ষ উক্ত মহিলার ছুটির সময় তাকে মাতৃত্বজনিত সহায়তা আইনের অধীনে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রসূতি-ছুটি সর্বাধিক বারো সপ্তাহের হবে, এর মধ্যে ছয় সপ্তাহ সন্তান জন্মের আগে দিতে হবে। এবং এই বাবদ অর্থ উপযুক্ত প্রমাণ দিলে সন্তানজন্মের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য অগ্রিম হিসেবে মালিকপক্ষকে দিতে হবে।

- অবশ্য সেইসব মহিলাই এর আওতায় আসবেন, যাঁরা অন্ততঃ আট দিন কোন সংস্থায় কাজ করেছেন অথবা সর্বোচ্চ বারো সপ্তাহ কাজ করেছেন, যার মধ্যে প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের ছুটি ও মজুরি সেই মহিলা দাবি করতে পারেন।

## মাতৃত্বজনিত সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতি ঃ

- যে মহিলা মাতৃত্বজনিত সহায়তা আইনের অধীনে সুবিধা পেতে চান সেই মহিলাকে, এজন্য যে ফর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে তা পূরণ করে মালিকপক্ষকে দিতে হবে এবং যে ব্যক্তি তার হয়ে অর্থ নেবেন, তাকে মনোনীত করে তার নামও সেই ফর্মে নথিভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও উক্ত মহিলাকে তাঁর প্রসবের পর থেকে যতদিন ছুটি নেবেন সেই তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

- যে মহিলা সময়মতো ফর্ম ভরেননি তিনি প্রসবের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ভরে জমা দিতে পারেন।

- এই নোটিশ পাওয়ার পর মালিক বা মালিক পক্ষ ঐ মহিলাকে তার মাতৃত্বজনিত সহায়তা আইনের অধীনে ছুটি মঞ্জুর করবেন। প্রসবের আগে সম্ভব না হলে প্রসবের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোটিশ দিতে হবে।

- এমনকি, নোটিশ না পেলেও ঐ মহিলা এই আইনের অধীনে সহায়তা পাবেন।

- যেসব মহিলা, এই আইনের অধীনে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য, মালিক বা মালিক পক্ষের কাছ থেকে তারা এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাস পেতে পারেন। অবশ্য যদি মালিক বা মালিক পক্ষ ঐ মহিলাদের গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের সময়ের খরচ বহন না করেন, তবেই এই নিয়ম কার্যকরী হবে।

## প্রসবকালে মৃত্যু হলে কী সহায়তা পাওয়া যেতে পারে ঃ

- যে মহিলা মাতৃত্বজনিত সহায়তা আইনের অধীনে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য, তিনি যদি গর্ভবতী অবস্থায় বা প্রসবের পরে মালিকপক্ষের থেকে অর্থ পাওয়ার আগেই মারা যান, তাহলে মালিক বা মালিক পক্ষ উক্ত মহিলার মনোনীত ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন।

গর্ভস্রাব বা চিকিৎসাজনিত গর্ভপাত / অন্যান্য অসুস্থতা ঃ

- গর্ভবতী মহিলার যদি গর্ভস্রাব ঘটে অথবা চিকিৎসাজনিত কারণে তাঁর গর্ভপাত করাতে হয় তাহলে যে দিন তাঁর গর্ভস্রাব/গর্ভপাত হয়েছে সেই দিন থেকে ছয় সপ্তাহ তাঁকে মজুরী সহ ছুটি দিতে মালিকপক্ষ বাধ্য। অবশ্য এরজন্যে প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে।

মাতৃত্বজনিত অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, যদি গর্ভবতী মহিলার অপারেশন হয়, গর্ভাবস্থায় অসুস্থতা হয় অথবা সময়ের আগেই প্রসব হয়ে যায় তাহলে উপযুক্ত প্রমাণপত্র জমা দিলে সেই দিন থেকেই ছয় সপ্তাহ ছুটির সঙ্গে আরো একমাস পর্যন্ত মজুরীসহ ছুটি মালিকপক্ষ দিতে বাধ্য।

শিশুর দেখাশোনা ও বিশ্রামের অধিকার ঃ

- উক্ত মহিলা সন্তান প্রসবের পরে কাজে যোগ দিলেও তাঁকে যতদিন না সন্তানের ১৫ মাস বয়স হয় ততদিন পর্যন্ত তার সন্তানের দেখাশোনা, সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য এবং নিজের বিশ্রামের জন্য দিনে অন্ততঃ দু'বার সময়বিশেষে কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।
- এই আইনের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলারা যখন ছুটিতে থাকবেন তখন তাঁদের কর্মপদ খারিজ করা বা তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া কিংবা মজুরী কেটে নেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি।

  বিভিন্ন সংস্থা এই আইন ঠিকমত প্রয়োগ করছে কিনা তা দেখার জন্য সরকার ইন্সপেক্টর নিয়োগ করতে পারেন।

### জেনে রাখা দরকার

উপরিউক্ত বিষয়গুলি যদি কোন মালিক বা মালিক পক্ষ বা সংস্থা মেনে না চলে এবং এই আইনের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখে দেয়, তাহলে অবিলম্বে ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।